দিল্লি সংলাপ VIII- এর মন্ত্রীপর্যায়ের অধিবেশন

১. দিল্লি সংলাপের অষ্টম সংস্করণের মন্ত্রী পর্যায়ের অধিবেশন, যা আসিয়ান-ভারত বিভিন্ন দিকের উচ্চপর্যায়ের সম্পর্কের বার্ষিক ট্রাক- ১.৫ বার্তালাপ প্রক্রিয়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, সন্ধ্যায় নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হল।

২. এই অধিবেশনের সঞ্চালনা করেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতি সুষমা স্বরাজ, যেখানে উপস্থিত ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং সেখানকার জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা সংস্থার শীর্ষ কর্তা, মাননীয় মিঃ সোফিয়ান জালিল, মায়ানমারের উপ-বিদেশমন্ত্রী মাননীয় ইউ টিন ও এলউইন, তাইল্যান্ডের সহকারি বিদেশমন্ত্রী মাননীয় মিঃ বিরাসাকদি ফুত্রাকুল, ভিয়েতনামের সহকারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় মিঃ লি হোয়াই ট্রুং, লাও পিডিআর-এর শিল্প ও বাণিজ্য উপমন্ত্রী মাননীয় সোমচিঠ ইন্থামিথ, সিঙ্গাপুরের পার্লামেন্টের সদস্য এবং সিঙ্গাপুর-ভারত পার্লামেন্টারি ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপের চেয়ারম্যান মাননীয় মিঃ বিক্রম নায়ার, আসিয়ান সচিবালয়ের কমিউনিটি অ্যান্ড কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্সের সেক্রেটারি জেনারেল ডঃ একেপি মোচটান এবং মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স, কম্বোডিয়া এবং ব্রুনেইয়ের প্রতিনিধিদলের শীর্ষ নেতারা। সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন নাগাল্যান্ডের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মিঃ টি আর জিলিয়াং এবং মিজোরামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মিঃ লাল থানহাওলা।

৩. তাঁর বক্তব্যের প্রধান অংশে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী উপলব্ধী করেছেন যে, ২০১৭ সাল আসিয়ান এবং আসিয়ান-ভারত অংশীদারিত্বের জন্য বিশেষ বছর হয়ে উঠবে এবং আসিয়ান তার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন করবে এবং ভারত ও আসিয়ান তাদের অংশীদারিত্বের রজত জয়ন্তী বর্ষের স্মৃতিচারণ করবে। তিনি মন্তব্য করেন যে ‘পূবে তাকাও নীতি’-র মাধ্যমে ভারত আসিয়ান এবং পূর্বে তার অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে তার যোগসূত্রের ক্ষেত্রে নতুন

করে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করছে। ২০১৪ সালের মে মাসে যখন থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদির সরকার ক্ষমতায় এসেছে, ভারতের রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী আসিয়ানভুক্ত দশটি দেশের মধ্যে ন'টিতে সফর করেছেন। আসিয়ান-ভারত অর্থনৈতিক সম্প্রদায়ের পরিকল্পনার হয়ে সওয়াল করেন তিনি এবং আশাপ্রকাশ করেন যে এবছরই একটি সুষম এবং উচ্চাকাঙ্খী রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট সম্পন্ন হবে, যার ফলে আসিয়ান এবং বিস্তীর্ণ এশিয়া-প্যাসিফিকের সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক অংশীদারিত্বকে আরও চাঙ্গা করে তুলবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও ঘোষণা করেন যে, খুব শীঘ্রই শিলংয়ের নর্থ-ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটিতে একটি আসিয়ান স্টাডিজ সেন্টার উদ্বোধন করা হবে।

৪. মাননীয় সোফিয়ান এ জালিল, ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা সংস্থার শীর্ষনেতা, নৌ যোগাযোগ প্রসার এবং গ্লোবাল ভ্যালু চেনের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

৫. নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী মিঃ টি আর জেলিয়াং, মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী মিঃ লাল থানহাওলা, মায়ানমারের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় ইউ টিন ওওএলউইন, তাইল্যান্ডের উপ- পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় মিঃ বিরাসাকদি ফুত্রাকুল এবং আসিয়ান সচিবালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল ডঃ একেপি মোচটানের সঙ্গে 'কানেকটিভিটি : ক্রিয়েটিং পথওয়েজ টু এ শেয়ারড ফিউচার' নিয়ে একটি প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। উন্নতি, বিকাশ, শান্তি এবং মানুষে-মানুষে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সংযোগসৃষ্টিরই যে মুখ্য ভূমিকা রয়েছে, এ বিষয়ে সকলেই সম্মত হন।

৬. 'আসিয়ান ইকনমিক কমিউনিটি অ্যান্ড ইন্ডিয়া: ইন্টিগ্রেটিং রিজিওনাল ভ্যালু চেইনস অ্যান্ড প্রোডাকশন নেটওয়ার্কস' নিয়ে

দ্বিতীয় একটি প্যানেলে বক্তব্য রাখেন মাননীয় মিঃ লি হোয়াই ট্রুং: ভিয়েতনামের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় মিঃ সোমচিঠ ইন্থামিথ : লাও পিডিআর-এর উপ শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী, কম্বোডিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রকের আন্ডার সেক্রেটারি অফ স্টেট মাননীয় মিঃ কান ফারিধ, মাননীয় মিঃ বিক্রম নায়ার : সিঙ্গাপুরের পার্লামেন্টের সদস্য এবং সিঙ্গাপুর-ইন্ডিয়া পার্লামেন্টারি ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপের চেয়ারম্যান। সঙ্গে আরও ছিলেন ভারতে ফিলিপিন্স প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূত মাননীয় এমএ টেরেসিতা সি ডাজা। সৃষ্টিশীল এই বিতর্কের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব গভীরতর করা এবং এই সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নতুন ধরনের পথ উদ্ভাবিত হয়েছে।

৭. ফিকির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডঃ জোৎস্না সুরি উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন এবং তার পর প্যানেলভিত্তিক আলোচনা শেষ হয় ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালিসিস (আইডিএসএ)-র ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ জয়ন্ত প্রসাদের ভোট অফ থ্যাঙ্কস প্রদানের মাধ্যমে।

৮. মন্ত্রীপর্যায়ের এই অধিবেশনে আসিয়ানভুক্ত দেশ এবং ভারত থেকে দু'শোরও বেশি প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

৯. মন্ত্রীপর্যায়ের এই অধিবেশনের আগে ১৭ ফেব্রুয়ারি একটি বাণিজ্য অধিবেশন হয়েছিল ২০১৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি। এর পরে নয়াদিল্লির আইডিএসএ-তে একটি শিক্ষাভিত্তিক অধিবেশন হবে ২০১৬-র ১৯ ফেব্রুয়ারি।

১০. ২০১৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রকের তরফে প্রকাশিত প্রেস বিবৃতিতে আরও তথ্য রয়েছে।

নয়াদিল্লি

১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬